

## পাঠ্যবই সংকট : দুর্নীতিচক্রের মূলোৎপাটিত হওয়া দরকার

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরেই পাঠ্যবইয়ের সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে এই সংকট দ্রুত নিরসনের তাগিদ দিয়াছেন। শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ স্বয়ং বাংলাবাজারে গিয়ে বইয়ের সংকট পরিস্থিতি কিছুটা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। উল্লেখ করা দরকার এই সংকট দীর্ঘদিনের। সারা বৎসর বোর্ড কর্তৃপক্ষ কিংবা ছাপার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রেস মালিক এবং প্রকাশকের সাড়া-শব্দ থাকে না, সংকট নিরসনে ব্যবস্থা হইল কিনা তাহার উদ্যোগ-আয়োজনের কথা শোনা যায় না। শুধু যখন পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণের কথা, তখনই জানা যায় যথাসময় বই ছাপা ও বিতরণের কোন ব্যবস্থা হইতে পারে নাই। প্রতি বৎসর এইরকমটা হয়। বুঝিতে কষ্ট হয় না ইহা বোর্ড কর্তৃপক্ষ, ছাপাখানার মালিক এবং প্রকাশকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি 'ত্রিপক্ষীয়' দুর্নীতি চক্রেরই কাহনাসাজি। বৎসরের পর বৎসর পার হয়, এই দুর্নীতিচক্র উচ্ছেদের কোন উদ্যোগই চোখে পড়ে না।

আমাদের দেশে নানা কারণে স্কুল-কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। রাজনৈতিক কারণে হরতাল-অবরোধ ছাড়াও প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন না কোন ছন্দ-সংঘাত-মাগিয়াই আছে। ইহা শিক্ষার সৃষ্ট পরিবেশকে নষ্ট করিতেছে। ইহাছাড়া হিসাব করিয়া দেখিলে বৎসরে বিভিন্ন ছুটির কারণে দুই হইতে আড়াই মাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনিতেই বন্ধ থাকে। ফলে যথাসময়ে নিলেবাস সমাও করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহার পরও যদি নতুন পাঠ্যবই পাইতে কয়েক মাস চলিয়া যায়, তাহা হইলে শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করিবে কখন? শিক্ষকগণইবা কয়দিন ক্লাস না নিয়া বসিয়া থাকিবেন? বলা নিশ্চয়োক্তন যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যবই না পৌছিবায় কারণে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হইতেছে। গত বৎসর সাধারণ নির্বাচনের কারণে বিভিন্ন স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা অনেক আগেই অনুষ্ঠিত হয়। যে কারণে তুলনামূলক দীর্ঘ সময় ধরিয়া বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সঙ্গে কোন সংশ্লিষ্ট নাই। এখন নতুন বৎসরে তাহারা যখন নতুন উদ্যমে লেখাপড়া চালাইয়া যাওয়ার ব্যাপারে উদ্যমী তখন হাতে নতুন পাঠ্যবই না পায়ার দরুন তাহাদের কোমল মনে দুঃখ ও হতাশা সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

চলতি শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক স্তরের বই তিনধাপে বাজারে ছাড়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৬ জানুয়ারি ১৪টি, ১৫ জানুয়ারি ৩৭টি এবং ২৬ জানুয়ারি অবশিষ্ট ২২টি বই বাজারে আসার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু যে সংকট দেখা দিয়াছে, তাহাতে সর্বশেষ ধাপের বইগুলি পাইতে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষার্থীদের জীবন হইতে যাহা এক/দুই মাস কাড়িয়া নিতে চায় তাহারা আর যাহাই হউক শিক্ষা এবং দেশপ্রেমের ধার ধারে না। একশ্রেণীর অসাধু প্রকাশক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কারণে সৃষ্ট এই ভোগান্তি ও ক্ষতি কিছুতেই মানিয়া নেওয়া যায় না। আবার লক্ষ্যযোগ্য, বইয়ের সংকট যখন চলিতেছে তখন অসাধু প্রকাশকদের ছত্রচ্ছায় বাধাই শ্রমিকরা ধর্মঘটে নামিয়াছেন। তাহাদের আসল উদ্দেশ্য মজুরি বৃদ্ধি না সংশ্লিষ্ট প্রকাশকদের বিলয়ে বই প্রকাশে সহযোগিতা করা তাহা বুঝা খুব যে কঠিন তাহা নয়। কলার অপেক্ষা রাখে না, যে দালাল চক্র চাল-ডালের ন্যায় বই সরবরাহ ও বিতরণের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করিতেছে তাহাদের অবশ্যই শাস্তে করিতে হইবে। ইত্তেফাকের খবরে বলা হইয়াছে যে, ঢাকাসহ যশোর, খুলনা ও বরিশালের বিভিন্ন জায়গায় বই ওদামজাত করিয়া রাখা হইয়াছে। বুঢ়া বিক্রেতার চাহিদার ২৫ শতাংশ বইও পাইতেছেন না। মফস্বল হইতে আগত বই বিক্রেতারও হেন্যে হইয়া ধরনা দিতেছেন। যদিও বলা হইতেছে মোট ২৯১টি প্রতিষ্ঠানকে মাধ্যমিকের ৭৬টি বই ছাপানোর দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাতে-পোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানই ইহার নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এমনকি এবার ৭০ কোটি টাকার বইয়ের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানই ৩৩ কোটি টাকার বই ছাপার টেন্ডার পাইয়াছে; ইহা দিনকে রাত করার ন্যায় কিভাবে সম্ভব হইল তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছে না। অধিকসংখ্যক মানসম্পন্ন প্রকাশনা সংস্থার উপর বই ছাপানোর গুরুভার উন্মুক্ত না করা পর্যন্ত সিতিকেশনের নমন্য পাকিয়াই যাইবে। যাহারা অধিক মুনাফা লাভের আশায় সামর্থ্যের তুলনায় বেশি কাজ নিয়াছে তাহাদের ব্যাপারে ভবিষ্যতে সতর্ক থাকিতে হইবে।